লোক প্রশাসন সাময়িকী
একাদশ সংখ্যা, মার্চ ৯৮, চৈত্র ১৪০৪

পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান *

ভূমিকা

পরিকল্পনা দলিলে অর্থনীতির সামষ্টিক (Macro) তথা ব্যষ্টিক (Micro) অবয়বের উন্নয়নের রূপরেখা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। সামষ্টিক (Macroeconomic) অবয়বে অর্থনীতির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চলক যথা বিনিয়োগ, ভোগ, সঞ্চয়, মোট আমদানী বা রপ্তানী এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য প্রক্ষেপণ করা হয়। ব্যাষ্টিক অবয়বে খাতভিত্তিক উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়। পরিকল্পনা দলিলে অতীত উন্নয়ন প্রয়াসের ব্যর্থতা বা সফলতার ইতিবৃত্ত ভবিষ্যত উন্নয়নের গতিধারার সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মূলত পরিকল্পনা দলিল অর্থনীতির একটি মুকুর (Mirror), যার মাধ্যমে অর্থনীতির অবয়ব এবং উন্নয়নের গতিধারা ও পর্যায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।

পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি প্রধান চালিকাশক্তি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ পরিক্রমার বিভিন্ন ধারা থাকতে পারে। আহরিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নানাবিধ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যসমূহের অগ্রাধিকার নিরুপণ (Prioritization) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে বিভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করলে সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হতে পারে। পরিকল্পনা দলিলে সেজন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যের অগ্রাধিকারের (Prioritization) প্রশ্নটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন একক কোন সংস্থার কাজ নয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, সরকারী অধিদপ্তর বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যদিও কাজটি বিভিন্ন ইউনিটের সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বা পরিকল্পনা কমিশন প্রধান দায়িত্ব

---

* সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ লোক -প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

পালন করে থাকে। পরিকল্পনা দলিলের প্রাথমিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে পরিকল্পনা দলিল প্রকাশনা পর্যন্ত সকল কাজকর্মই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনায় বাস্তবায়ন করা হয়।

পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন একটি সুসংহত কর্মপ্রয়াস। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কর্ম বিভাজন, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সম্পদের বিভাজন একটি জটিল প্রক্রিয়া। স্তর ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবিধ কার্যাবলী আলোচনা করা এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর বিভাজন এবং উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল বা পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাজার অর্থনীতির পরিবর্তিত অবস্থায় পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোগত পরিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে সমন্বিত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা ৫ বৎসর মেয়াদী হয়ে থাকে। উন্নয়নের যথাযথ দিক নির্দেশনা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ এর মূল লক্ষ্য। সেজন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্দেশ্য নির্ধারণে এবং উৎপাদনের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে তথ্যের অবাধ আদান প্রদান অপরিহার্য।

সাধারণত, কেন্দ্রীয়ভাবে বিন্যস্ত একটি পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ইউনিটসমূহের সংযোগ ও সহযোগিতা নিয়ে আসা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে বিন্যস্ত এই ইউনিটকে পরিকল্পনা কমিশন বলা হয়ে থাকে। যেহেতু পরিকল্পনা কমিশনের প্রশাসনিক প্রাধান্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিকল্পনা হতে পারে, সেজন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকায় যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। মেক্সিকো বা ইসরায়েলে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১৯৬১ বা ১৯৬৫ সালের পূর্বে ছিলনা। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রকৃতি বা ধরন বেশ কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মপন্থা গ্রহণের ধারা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিকল্পনাবিদদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়-দায়িত্ব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের হাতে ন্যস্ত। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা দলিলের খাত ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। পরিকল্পনা কমিশন

দেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইউনিট থেকে প্রাপ্ত দিক নির্দেশনা এবং লক্ষ্যের আলোকে পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করে। পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রধান প্রধান এজেন্ট হচ্ছে নীতি নির্ধারক ইউনিট, পরিকল্পনাবিদ, পরিসংখ্যানবিদ এবং গবেষকবৃন্দ। বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নে এই ইউনিটসমূহের মধ্যে তথ্যের অবাধ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ অপরিহার্য। এই তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিম্নের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা ঃ

দেশের উন্নয়নের ধারা বা প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন মূলত একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায়নের সাথে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার নিবিড় সম্পর্ক থাকে এবং পরিকল্পনায় রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক মেনিফেস্টোর প্রতিফলন থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়ন রাজনীতিবিদ এবং পরিকল্পনাবিদদের নীতি নির্ধারণে প্রায়শঃই আলোচনায় বসতে হয়।সেজন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন কখনও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। কমান্ড অর্থনীতিতে, যেমন তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়নে, সুপ্রীম সোভিয়েতে পরিকল্পনার দর্শন ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হত। পূর্ব ইউরোপসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাফল্যজনক উত্তরণের পর উন্নয়ন কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য জাতীয় নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংসদ বা পার্লামেন্টে এখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (National Economic Council) পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের প্রাথমিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মিশ্র অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতের ভূমিকা স্বীকৃত। সরকারী প্রশাসন যন্ত্র বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বেসরকারী খাতের কর্মকান্ডকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে, বেসরকারী খাতও সরকারী নীতি প্রণয়নকে বেসরকারী খাতের অনুকূলে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের কেন্দ্র বিন্দু (Nucleus) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা দপ্তরে (Plannning Department) এই অঞ্চলের পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদিত হত। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয় ইসলামাবাদে পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যাদি সম্পাদিত হত। পরিকল্পনা দপ্তরটি ১৯৫৬ সালে স্থাপিত পরিকল্পনা বোর্ডের এক বর্ধিত সংস্করণ ছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর নতুন দেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭২ সালে একটি অধ্যাদেশের (Resolution) মাধ্যমে কাজ শুরু করে। পরিকল্পনা প্রণয়নে টেকনোক্রাট এবং বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনার সফলতার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের যথেষ্ট উদ্যোগী হতে হয়। পরিকল্পনাবিদ, টেকনোক্রাট এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতার বিভিন্ন প্রবাহ রয়েছে। অর্থনীতিবিদ বা পরিসংখ্যানবিদগণ উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহের তাৎপর্য তুলে ধরেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিকল্পনা কমিশন একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছাড়াও আর ২টি বিভাগ রয়েছে।

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

জাতীয় আয়ের উপর সঠিক পরিসংখ্যান পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভিত্তি বৎসরের (Base year) জাতীয় আয় থেকেই পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয়ের প্রক্ষেপণ করা হয়ে থাকে। খাত ভিত্তিতে যথা কৃষি, শিল্প, সেবা, পরিবহন ও অন্যান্য খাতের জাতীয় আয়ের অবদান নির্ধারণ সঠিক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অন্যান্য অর্থনৈতিক যথা রাজস্ব, প্রশাসনিক এবং অঞ্চল ভিত্তিক অর্থনৈতিক উপাত্তের প্রয়োজন হয়।

২। পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে নেয়া হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে সমস্ত প্রকল্প নেয়া হয়, সে সমস্ত প্রকল্পের সুষ্ঠু সমাপ্তিতে পরিবীক্ষণ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব রাখে। প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে সমাপ্তিতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা সনাক্তকরণ এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিভাগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সাংগঠনিক অবয়বে পরিকল্পনা কমিশনকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

মাক্রো ডিভিশন ঃ পরিকল্পনার সার্বিক অবকাঠামো প্রণয়ন, মাক্রো চলকসমুহ প্রক্ষেপণ, অতীত পরিকল্পনার মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনাধীন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন মূলত মাক্রো ডিভিশনের ভূমিকা। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং প্রোগ্রামিং ডিভিশন এই বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের

বহুবিধ কাজকর্ম কয়েকটি উইং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। মোট পাঁচটি উইং যথা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি উইং, রাজস্ব ও মুদ্রানীতি উইং, মাক্রো এন্ড প্রেক্ষিত পরিকল্পনা উইং, জাতীয় আয়, চলতি অবস্থা ও বেসরকারী বিনিয়োগ উইং এবং মূল্যায়ন উইংয়ের মাধ্যমে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ নিয়মিত কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

মাইক্রো ডিভিশন ঃ খাত ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রকল্প গ্রহণ এই ডিভিশনের মূল দায়িত্ব। মাইক্রো ডিভিশনের আওতাধীন রয়েছে ঃ

১। কৃষি, পানি সম্পদ এবং পল্লী উন্নয়ন

২। শিল্প ও শক্তি

৩। ভৌত অবকাঠামো, গৃহায়ণ, পরিবহন, কম্যুনিকেশন

৪। সামাজিক অবকাঠামো, শিক্ষা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি, জনশক্তি, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

(ক) **প্রয়োজন নিরূপণ ঃ** পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম কাজ হল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে সঠিক প্রয়োজন নিরূপণ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দিক নির্দেশনা নেওয়া হয়। বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) দ্বারা প্রয়োজন নিরীক্ষণের পর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ যা নির্বাচনপূর্ব অর্থনৈতিক মেনিফেস্টোতে থাকে, সে সব বাস্তবায়নের উদ্যোগ প্রয়োজন নিরূপণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

(খ) **প্রাপ্য সম্পদের প্রাক্কলন ঃ** পরিকল্পনাধীনে বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সম্পদের প্রাক্কলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদের যথাযথ প্রাক্কলন মূলত অর্থনীতির সার্বিক প্রবৃদ্ধির হারের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়নশীলদেশে সম্পদের প্রাক্কলনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খাতের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি (Commitment) এবং বন্টন (Disbursement) এর ট্রাইম সিরিজ উপাত্তের যথাযথ পর্যালোচনার উপর নির্ভর করে পরিকল্পনাকালীন সময় প্রতিশ্রুতি এবং বিভাজনের প্রক্ষেপণ করা হয়।

(গ) **অর্থ বিভাজনের জন্য বিভিন্ন খাতসমূহের পারস্পরিক অগ্রাধিকার নির্ধারণঃ** সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে সুষ্ঠুভাবে সম্পদ বিভাজনের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়। পরিকল্পনাকালীন সময়ে সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদের

বৃদ্ধিতে অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যথা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বা সেবার প্রবৃদ্ধির উপরই মূলত পরিকল্পনায় অর্থ বিভাজন করা হয়ে থাকে।

(ঘ) কমান্ড অর্থনীতিতে সার্বিক চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন খাতের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য যা Physical balance নামে আলোচিত হয়ে থাকে।

ঙ) পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়ন।

চ) সম্ভাবনাপূর্ণ এবং প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্প নির্বাচন যা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উপর্যুক্ত কার্যাবলীর আংশিক বাস্তবায়ন কোন কোন সময় পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। আংশিকভাবে গৃহীত পরিকল্পনা প্রণয়নকে দু'ভাগে দেখা যেতে পারে ঃ

(ক) প্রকল্প ভিত্তিক ধারা (Project by Project Approach)

(খ) সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারা (Integrated Public Investment Approach)

(ক) প্রকল্প ভিত্তিক ধারা

প্রকল্প ভিত্তিক ধারায় বেশ কিছু প্রকল্প বিবেচনা করা হয় যা পরিকল্পনাধীন সময় বিচ্ছিন্ন আকারে নেয়া হয়। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা অনেক সময় এই সমস্ত প্রকল্পের সমাহারে প্রতিফলিত হয় না। প্রকল্প ভিত্তিক ধারায় উন্নয়নের দর্শন বা দীর্ঘ মেয়াদী রূপরেখা প্রতিফলিত হয় না। প্রকল্পের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক সেবা সংহতকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি বা আমদানীর বিকল্প উদ্ভাবন ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও বিনিয়োগে পরিবেশের সাথে সার্বিক উন্নয়নের সম্পৃক্ততা সহনীয় পর্যায়ের নিচে থাকে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রকল্পসমূহের প্রভাব নীতি বাস্তবায়ন বা লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তেমন সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেনা।

প্রকল্প ভিত্তিক ধারায় যেহেতু প্রাথমিকভাবে সম্পদের প্রাক্কলন না করেই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, সেহেতু প্রকল্প ভিত্তিক সম্পদের বিভাজনে একক (Unique) নিয়ম অনুসরণের অভাব লক্ষ্যণীয়। প্রকল্প নির্বাচনের কারিগরি, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক দিকগুলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়না। কোন কোন সময় সীমিত সম্পদ সম্পর্কহীন প্রকল্প সমূহের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিভাজিত হয়ে থাকে।

(খ) সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারা

সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারায় প্রকল্প ভিত্তিক ধারার বেশ কয়েকটি ত্রুটি সংশোধন করা যায়। এখানে প্রাথমিকভাবে সম্পদ লভ্যতার প্রাক্কলন করা হয়। সম্পদ লভ্যতার বিভিন্ন দিক, যেমন নতুন কর ব্যবস্থার মাধ্যমে লব্ধ আয়, মুদ্রাস্ফীতি বহির্ভূত (Non-inflationary) অভ্যন্তরীণ অর্থগ্রহণ (Domestic Borrowing) বা বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রাপ্য সম্পদের প্রাপ্তি নিরসন করা হয়। পরবর্তী সময়ে অর্থনীতির গুরুত্বপুর্ণ কয়েকটি খাতের মধ্যে অগ্রাধিকারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়। সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ বার্ষিক বা পঞ্চ বার্ষিক মেয়াদী হতে পারে। তবে সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারায় অনেক সময় অর্থনীতির সার্বিক আয় বা উৎপাদনের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োগ থাকে না।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা উত্তর পরিকল্পনা প্রণয়ন (১৯৪৭-১৯৫৩) প্রকল্প ভিত্তিক ধারার অবয়বে ছিল। বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে যেখানে পরিকল্পনা প্রণয়নের সনাতন পদ্ধতি ক্রমশই রূপান্তরিত হচ্ছে, সেখানে প্রকল্প ভিত্তিক ধারা বা সমন্বিত সরকারী বিনিয়োগ ধারার খুব একটা উপযোগ নেই।

সমন্বিত ধারা (Comprehensive)

পরিকল্পনা প্রণয়নের (Comprehensive) সমন্বিত ধারায় সমগ্র অর্থনীতির উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়। সাধারণত সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদের (GDP) প্রবৃদ্ধির হারের প্রক্ষেপণ প্রথমেই করা হয়। সঞ্চয়ের হার এবং মূলধন উৎপাদের অনুপাত (Capital output Ratio) চলক ধরে হ্যারোড ডোমার প্রবৃদ্ধি মডেলের মাধ্যমে ইপ্সিত বিনিয়োগ হার নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত বহুমাত্রিক মডেলের (Multisectoral Model) মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ চলক যথা ভোগ, বিনিয়োগ, আমদানী, রপ্তানী ইত্যাদির উপর সিমুলেশনের (Simulation) মাধ্যমে প্রক্ষেপণ করা হয়ে থাকে।

সমন্বিত ধারার পরিকল্পনা প্রণয়নে জ্যান টিনবারগেন (Jan Tinbergen, 1967) একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনটি ধাপের অবতারণা করেন। প্রতিটি ধাপে করণীয় কার্যাবলী এবং উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে বিভিন্ন অনুসৃত পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। জ্যান টিনবারগেনের মতে তিনটি ধাপ হলঃ

১। সামষ্টিক ধাপ (Macroeconomic stage)

২। খাতভিত্তিক ধাপ (Sectoral stage)

৩। প্রকল্প ধাপ (Project stage)

সামষ্টিক ধাপ

সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চলক যথা বিনিয়োগ, ভোগ, আমদানী, রপ্তানী মুদ্রার বিনিময় হার, কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিকল্পনাধীন সময়ে প্রক্ষেপণ করা হয়। এই প্রক্ষেপণ সাধারণত অর্থনীতির সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদের অনুমিত প্রবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। সাধারণত মাক্রো মডেলের মাধ্যমে বিভিন্ন চলকের প্রক্ষেপণের মান নির্ণয় করা হয়। মাক্রো মডেলের বিভিন্ন প্যারামিটারের (Parameter) মান টাইম সিরিজ (Time series) উপাত্ত থেকে বের করা হয়।

খাতভিত্তিক ধাপ

খাতভিত্তিক ধাপে বিভিন্ন খাতের চূড়ান্ত চাহিদা নিরূপণ করা হয়। বিভিন্ন খাতের চাহিদা নিরূপণ বিভিন্ন খাতের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণের প্রবাহ বিন্যাসের মাধ্যমে করা হয় যাতে করে কোন একটি খাতের উৎপাদনে আধিক্য বা অভাব পরিলক্ষিত না হয়। সাধারণত খাত ভিত্তিক আলোচনা (Sector studies) বা ইনপুট-আউটপুট টেবিলের মাধ্যমে এই পারস্পরিক সামঞ্জস্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমেও কোন কোন সময় Objective function কে Optimization করা হয়।

প্রকল্প ধাপ

প্রকল্প ধাপে বিভিন্ন খাতে প্রকল্প নির্বাচন করা হয়। প্রকল্প নির্বাচনের দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়; (ক) বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সহায়ক প্রকল্প (খ) প্রাপ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং খাত ভিত্তিক বিনিয়োগের ব্যয় সীমিত করণ।

তৃতীয় অধ্যায়

বাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারের ভূমিকা অনুঘটক বা (catalytic agent) বা সহায়তাকারী (Facilitator) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেখানে বিনিয়োগ সম্ভব, সেখানে সরকারী খাতের বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রকাশিত Public Sector Expenditure Review পুস্তিকায় ৭টি খাতের ৯৪টি প্রকল্পের অর্থায়ন বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে করা কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সেবা ও পণ্যের দাম চাহিদা ও সরবরাহের অবাধ ধারার মাধ্যমে নির্ধারণ হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে দ্রব্য বা সেবার Scarcity value এর সার্বিক প্রতিফলন হয়ে থাকে। মূল্যস্তর (Price) বিনিয়োগের একমাত্র নিয়ামক

হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সেজন্য কমান্ড অর্থনীতিতে পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার (Prioritization) বিষয়টি যেভাবে গুরুত্ব পায়, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে তার কোন প্রয়োগ থাকে না। তবে মুক্ত বাজার অর্থনীতির বেশ কয়েকটি ব্যর্থতা রয়েছে, যেখানে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। Externality বাজার ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ। কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ষ্টেক হোল্ডার এর বাইরে তৃতীয় কোন পার্টির লাভ বা ক্ষতিকে EXTERNALITY বলা হয়। ঋণাত্মক (Negative) Externality উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, কারণ তৃতীয় পার্টির ক্ষতি উৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এসব ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। উৎপাদনের জন্য বেসরকারী বা বৈদেশিক বিনিয়োগে আইনগত সুবিধাদি প্রদানও সরকারের একটি অন্যতম দায়িত্ব।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন কারণে আয়ের বৈষম্য দেখা দিতে পারে। নীতি বাস্তবায়নে কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, ভর্তুকি প্রত্যাহারের জন্য নিম্ন আয়ের লোকদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। সেজন্য, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর (Social Safety Net) মাধ্যমে সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারের বিশেষ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবয়বে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারা ক্রমশ লোপ পাবে এবং সরকারের কার্যাবলী আইন-শৃঙ্খলা সংহতকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মুদ্রা বা রাজস্ব নীতির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ড ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রায় পরিচালিত হবে, যাতে করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং মুদ্রাস্ফিতির আধিক্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিরূপ প্রভাব ফেলবেনা।

উপসংহার

এ প্রবন্ধে সনাতন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোগত বিন্যাস এবং বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের পদ্ধতিগত দিক তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০), দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০), চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) সনাতন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোগত অবয়বে করা হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন ইন্ডিকেটেড পরিকল্পনার খসড়া পরিকল্পনা কমিশন থেকে প্রণয়ন করা হয়েছিল; কিন্তু সরকার পরিবর্তনের ফলে বাস্তবায়িত হয়নি। ক্ষমতাসীন সরকার প্রণীত

পঞ্চম পরিকল্পনা দলিলটিতে সংখ্যাগত আধিক্য (Quantitative Dimension) রয়েছে যা মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবয়বে যথাযথ নয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবয়বে পরিকল্পনা দলিলে সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যগত (Qualitative Dimension) আধিক্য থাকে। পরিকল্পনা দলিলকে মুলত নীতি নির্ধারক দলিলের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১। পরিকল্পনা কমিশন, (১৯৮৭) *বিগত পাঁচ বৎসরের (১৯৮২-৮৭) বহুমুখী সাফল্যের পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা*, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।

২। সৈয়দ আব্দুস সামাদ, (১৯৮৫) *পরিকল্পনা*, বাংলা একাডেমী।

৩। United Nations, (1987)*Guidelines for Development Planning; Procedures. Methods and Techniques*. New York.

৪। World Bank, Bangladesh, (1997) *Public Sector Expenditure Review 1997 Update, Making the Best use of Public Resources*. World Bank, South Asia Region.